কিশোর ■ মুসা ■ রবিন

ভূতুড়ে দুর্গের আতঙ্ক

রকিব হাসান

সম্প্রীতি প্রকাশ

‘একটা ভূতুড়ে দুর্গের কথা শুনতেই আতকে উঠল কিশোর। এখানে আসা পর্যটকদের সাহস থাকে বটে, নইলে ভূতের আড্ডাখানায় কেউ আসতে চায়। এবারের ছুটিটা আনন্দের সাথে কাটানোর ইচ্ছেটা মাটি হতে চলেছে। সামনে আরও কত বিপদ কে জানে? কথাগুলো মনে মনে ভাবতে ভাবতে এগোতে থাকল মুসা। রবিন আমাদের সাথে নেই। ও থাকলে বেশ মজা হতো। তবে সাহায্যকারী দুজন গোয়েন্দা যোগে দিয়েছে এটাই ভরসা।

এসব কথা মাথায় আসতো না কিন্তু কেউ একজন চিৎকার করে বলল, ভূতুড়ে দুর্গ একটা ভূতুড়ে কসাইখানা, ওখানে যারা যায় তারা তাদের খোঁজ মেলে না। লোকটার চিৎকারে কী আসে যায়, তিন গোয়েন্দা রহস্য, রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে। তাদের ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। কিশোর বলল।

ম্যাপ ধরে এগিয়ে চলল মুসা।

‘হুঁ, দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেই তো পারি আমরা।’ ম্যাপের বিভিন্ন রাস্তায় তর্জনীর মাথা ছোঁয়াল ও। ‘এ রাস্তাটা ধরে গেলে কখনও পড়বে হাইওয়ে, কখনও পাশের ছোট ছোট রাস্তাগুলো দিয়ে ঢুকে আকর্ষণীয় জায়গাগুলো দেখে আসতে পারব।’

মাথা নাড়ল কিশোর। ‘মুসা, বাস্তবতাটা বোঝার চেষ্টা কর। তুই যে রাস্তা দিয়ে যেতে বলছিস, সেটা দিয়ে গেলে অনেক দেরি হবে। আমার রাস্তাটা অনেক সহজ, যাওয়াও যাবে তাড়াতাড়ি।’

‘তাহলে তো আর অ্যাডভেঞ্চার হলো না, আমরা যা চাই,’ মুসা বলল। ‘ম্যাপের মধ্যেই যদি সীমাবদ্ধ থাকতেন কলম্বাস, আমেরিকা আবিষ্কার আর করা হতো না।’

নানাভাবে ব্রেক পেডালটাকে কাজ করানোর চেষ্টা করছেন লেভিন। লাভ হচ্ছে না। ধরছে না ব্রেক। এদিকে গাড়ির গতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

আর কোন উপায় না দেখে গিয়ারশিফট ধরে একটানে নিচের গিয়ারে নিয়ে এল মুসা। ক্লাচ ছেড়ে দিলেন লেভিন। বিচিত্র শব্দে প্রতিবাদ জানাল ইঞ্জিন। ঝাঁকি দিয়ে মুহূর্তে গতি কমে গেল গাড়ির। চাকাগুলো ঘুরতে না পেরে পিছলে গেল। অবশেষে দুর্গের কিনারে এসে পিছনটা ঘুরে গিয়ে রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়াল গাড়ি।

গাড়ির সিটে যেন অবশ হয়ে বসে রইল তিনজনে। ঘোর লেগে গেছে।

হঠাৎ হাততালি শোনা গেল।

বারান্দার দিকে তাকাল মুসা-কিশোর। সাদা চুলওয়ালা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েস ষাটের কোঠায়। হাততালি দিচ্ছেন আর হাসছেন।

'দারুণ দেখালেন,' চেঁচিয়ে লেভিনকে বললেন তিনি। 'কি চালালেন, আহা। গেস্টদের সার্কাস দেখিয়ে আনন্দ দিতে চেয়েছেন, তাই না?'

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন লেভিন। রাগে লাল মুখ। 'হেইডেন, তুমি শুধু চাকা লিক হওয়ার কথা বলেছিলে!'

লেভিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন সাদা-চুল মানুষটি। 'ঠিকই তো বলেছি।'

'না, ঠিক বলনি,' রাগতস্বরে বললেন লেভিন। 'ঢাল বেয়ে নামার সময় আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিলাম আমরা। ব্রেক নষ্ট।'

বহুদূর থেকে যেন মুসার চিৎকার ভেসে এল, 'কিশোর! কিশোর! কি হয়েছে তোমার? বেশি ব্যথা পেয়েছ?'

চোখ মেলল কিশোর। চোখের পাতা মিটমিট করল। ধীরে ধীরে চোখের সামনে স্পষ্ট হলো মুসার মুখ। ঝুঁকে রয়েছে। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

হাত তুলে মাথার পিছনটা ছুঁয়ে দেখল কিশোর। গোল আলুর মত ফুলে উঠছে ব্যথা পাওয়া জায়গাটা। আঙুল লাগতেই মুখ বাঁকিয়ে ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'বেশি ব্যথা পেয়েছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'নাহ্!' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু তোমার তো কেটে গেছে!' মুসার মাথার একপাশে সামান্য কাটা। সেদিকে তাকিয়ে আছে ও।

'ও কিছু না,' মুসা বলল। 'বুটপায়ে লাথি মেরেছে কেউ।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'এসেও সারলাম না, হামলা শুরু হয়ে আমাদের ওপর। জানল কি করে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!' মুখ বাঁকাল মুসা।

দরজায় টোকার শব্দ। ঘরে ঢুকলেন জর্জ লেভিন। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মুসার মাথার কাটাটার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

কি ঘটেছে, জানাল মুসা।

'কাটাটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' লেভিন বললেন। আলমারির ড্রয়ার থেকে একটা ফার্স্ট এইড কিট বের করলেন। 'সব কেবিনেই কিট রেখে দিয়েছি। বনে ঘুরতে গিয়ে প্রায়ই গেস্টদের এখানে-ওখানে কাটে, আঁচড় লাগে।'

বিছানার কিনারে বসল মুসা।

ধাক্কা দিয়ে পাল্লাটা পুরো খুলে ফেলল কিশোর। হাত থেকে রিসিভার খসে মাটিতে পড়ে শব্দ হলো। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, যে টেলিফোনে খুনের সংবাদ দিচ্ছিল।

টম লেপস্কি।

দুই গোয়েন্দাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল এক পা।

'আমার কাছে এসো না!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'খুনী কোথাকার!'

'কি বলছেন?' কিশোর বলল। 'পাগল হয়ে গেলেন নাকি!'

'আমি তোমাদের খুন করতে দেখেছি! কিন্তু পার পেতে দেব না!' তুতলে বলল টম, 'আমি–আমি জানি, লাশটা কোথায় গুম করেছ!'

'লাশ?' বিস্মিত শোনাল মুসার কণ্ঠ। তারপর হেসে ফেলল। 'ও, বুঝেছি। পুতুলটার কথা বলছেন।' কিশোরকে বলল, 'পুতুলটা আমাদেরকে ডাম্পস্টারে ফেলতে দেখেছে ও। দূর থেকে লাশের মতই মনে হয়েছে ওর কাছে।'

হাসতে শুরু করল কিশোর। কিন্তু এর মধ্যে মজার কি আছে বুঝতে পারছে না টম। একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে, মুঠোবদ্ধ হয়ে গেছে হাত। 'চালাকি করে লাভ নেই,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল ও। 'পুলিশ আসছে।'

রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল কিশোর। বলল, থানায় আর লাইন দিতে হবে না। টমের কলটার জন্য অপারেটরের কাছে ক্ষমা চাইল ও।

ইতিমধ্যে টমকে বোঝানোর চেষ্টা করল মুসা, 'যে জিনিসটাকে লাশ ভেবেছেন আপনি, ওটা একটা পুতুল। জর্জ আঙ্কেলের সঙ্গে মজা করার জন্য বানিয়েছেন ক্যাথি আন্টি।'

'আর আমরাও কথাটা ছড়াইনি, কারণ এটা ওদের ব্যক্তিগত

ব্যাপার,' কিশোর বলল, 'তা ছাড়া আমাদের লেখায় এই বিষয়টাকে ঢোকানো হবে। এখন আপনি যেহেতু জেনেই ফেলেছেন, গোপন কথাটা ফাঁস না করে আর পারলাম না।'

'আরেকটা কথা বলি আপনাকে,' যোগ করল মুসা। 'আমরা এখানে শিকার করতে আসিনি। স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্য মেইন উড নিয়ে ফিচার লিখব, তথ্য জোগাড় করতে এসেছি।'

ওদের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে টম, বিশ্বাস করতে পারছে না। শেষে ওকে পুতুলটা দেখানোর জন্য ডাম্পস্টারের কাছে নিয়ে যেতে হলো ওদের।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তোমরা,' এতক্ষণে বিশ্বাস করল টম। 'সরি। পুলিশ এলে লজ্জায়ই পড়ে যেতাম।'

কেবিনে ফেরার পথে সহজভাবে দুজনের সঙ্গে কথা বলল ও। 'তবে খুনটা না হওয়াতে হতাশই লাগছে আমার,' বলল ও। 'একটা চমৎকার স্টোরি করা যেত।'

'নেচার ম্যাগাজিনে খুনের গল্প লিখতেন?' মুসার প্রশ্ন।

'একটা গোপন কথা বলি তোমাদের,' সামান্য ইতস্তত করে টম বলল। 'আসলে, আউটডোর না, আনবিলিভেবল পত্রিকার জন্য কাজ করছি।'

'ওই যে আজব কাহিনী ছাপে যারা, যত্তসব গাঁজা?' কিশোর বলল, 'কি উদ্ভট সব হেডলাইন দেয়–অদৃশ্য মঙ্গলগ্রহবাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের মাঝে, জঙ্গলের লেকে এখনও বেঁচে আছে জলচর ডাইনোসর, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'দেখো, ওগুলোর পাঠক আছে বলেই পত্রিকাগুলো বেরোয়,' আহত মনে হলো টমকে। 'রিপোর্টার হিসেবে এটা আমার প্রথম কাজ। এতদিন বিজ্ঞাপন জোগাড় করেছি। বহু কষ্টে সম্পাদককে ভজিয়ে-ভাজিয়ে আমার একটা স্টোরি ছাপতে রাজি করিয়েছি তাঁকে। ভাবো, জঙ্গলের মধ্যে রহস্যময় খুন–এই হেডিংটা দিতে পারলে কি দারুণ হতো!' কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল ও, 'তবে তারপরেও আশা ছাড়ছি না আমি। আরেকটা গল্প আছে, যেটার জন্য এসেছি আমরা। তেরো বছর

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন মুসা-কিশোর দুজনেই। রাইফেলটা ওদের দিকে তাক করে ধরে রেখে জিমির কাছে হেঁটে গেল ক্রিস্টোফার। বুড়ো ডোসন সেজে থাকার সময় কুঁজো হয়ে থাকত সে, এখন সোজা হয়ে দাঁড়ানোয় ক্রিস্টোফারের চেয়ে অনেক লম্বা দেখাল জিমিকে, কম করে হলেও ছয় ইঞ্চি বেশি। বুড়ো ডোসনের চেয়ে বয়েসও অনেক কম।

'তারমানে, ব্যাগ-ব্যাগেজগুলোর সঙ্গে প্লেনে আরও কিছু বোঝা বইতে হবে আমাদের,' কঠিন হাসিটা মুখে ধরে রেখেছে জিমি। 'তোমাদেরকে সহ দুর্গের অন্য গেস্টদেরকে আমাদের কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত রাখার অনেক চেষ্টা করেছি, গুরুত্ব দাওনি। এখন বুঝবে মজা।'

ক্রিস্টোফারের হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে মুসা-কিশোরের দিকে তাক করল সে। সহকারীকে নির্দেশ দিল, 'এদের বেঁধে ফেলো।'

প্রথমে কিশোরকে বাঁধল ক্রিস্টোফার, তারপর মুসাকে। গুলি খাওয়ার আশঙ্কায় বাধা দিল না ওরা। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে একে একে দুজনকে বয়ে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলল ক্রিস্টোফার।

প্লেনের মেঝেতে পড়ে থেকে কয়েকটা মিনিট ককপিটের হুডের নিচে দুজনকে কাজ করতে শুনল দুই গোয়েন্দা। তারপর ওখান থেকে শব্দ সরে গেল ইঞ্জিনের কাছে। ওখানে কি যেন করছে লোক দুটো।

একটু পরে প্লেনের ভিতর উঁকি দিল ক্রিস্টোফার। ককপিটের ভিতর একটা মরচে পড়া ধাতব বাক্স রাখার সময় মুখে সন্তুষ্টির হাসি দেখা গেল ওর।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল জিমি। পাইলটের সিটে গিয়ে বসল।

মুসার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর, লেভিন ও বার্ট।

'মানে?' জিজ্ঞেস করলেন লেভিন। 'এতক্ষণে ক্যানাডার পথে রওনা হয়ে গেছে ক্রিস্টোফার আর জিমি, অর্ধেক পথ চলে গেছে নিশ্চয়।'

'কি করে যাবে? যেতে তো হবে উজানের দিকে,' মুসা বলল। 'হাত দিয়ে বৈঠা বেয়ে যদি যেতে চায়, আলাদা কথা।'

'ওদের কাছে একটা ইলেকট্রিক মোটর আছে বললে না?' বার্টের প্রশ্ন।

'আছে,' অবশেষে মুসার কথা বুঝে ফেলল কিশোর। 'সারারাত ওটার ব্যাটারিও চার্জে দিয়ে রেখেছিল।'

'আর আমি সারারাত জেনারেটর চালাইনি!' হাসি ছড়িয়ে পড়ল লেভিনের মুখে। তিনিও বুঝে গেছেন।

'ব্যাটারি চার্জে দিয়ে "অন" করে রেখে থাকে, তাহলে যেটুকু চার্জ ওতে ছিল, সারারাতে সেটাও শেষ হয়ে গেছে,' কিশোর বলল।

পাইলটের দিকে তাকাল মুসা। 'বার্ট, প্লেন নিয়ে যদি ওড়েন এখন, হয়তো কয়েক মাইল দূরেই ওদের বোটটাকে ভেসে যেতে দেখবেন। লেকের পানি এখন একেবারে স্থির।'

মাথা নাড়ল বার্ট। 'কখন উড়তে পারব, জানি না। এক ফোঁটা তেলও নেই ট্যাংকে। ওই শয়তান দুটো ইঞ্জিনে যদি গোলমাল করে দিয়ে রাখে, মেরামত করতে কতক্ষণ লাগবে তা-ও জানি না।' হঠাৎ হাসি ফুটল ওর মুখে। 'তবে আমার রেডিওটাতে নিশ্চয় হাত দেয়নি। পুলিশকে খবর দিতে পারব। ওরা বোট পাঠিয়ে ধরে ফেলবে ডাকাত দুটোকে।'

'ইঞ্জিনের কোন গড়বড় করে রাখলে সেটাও মেরামত করে নিতে

পারবে,' লেভিন বললেন। 'ফিরে গিয়ে হেইডেনকে বলব। টুলবক্স নিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে ও। অল্প কিছু তেলও পারব। দুজনে মিলে সারিয়ে ফেলতে সময় লাগবে না আশা করি।'

'তিন এইচের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'দ্বিতীয়বার নিশ্চয় আর পালানোর চেষ্টা করেনি?'

হাসলেন লেভিন। 'দুর্গে ফিরে ওদের সবকথা আমাদের জানানোর পর নিজেদের ঘরে ফিরে গেছে। ওদের সঙ্গে গল্প করার ছুতোয় পাহারা দিচ্ছে নেড আর রিড। নিজেদেরকে এখন নিরপরাধ প্রমাণের জন্য মরিয়া থ্রি এইচরা।'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'তবে টম লেপস্কি সত্যিই একটা স্ক্যাণ্ডাল ম্যাগাজিনের রিপোর্টার। ইচ্ছেমত তিন এইচের ছবি তুলছে হেনরি, আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অস্থির করে ফেলছে টম। ওদের অত্যাচারে মুষড়ে পড়েছে বেচারা হোলি। জেলে ফিরে যেতে রাজি আছে, তা-ও ওদের কাছাকাছি থাকতে চাইছে না।'

ডকে ভিড়ল বোট। দড়ি বাঁধলেন লেভিন। দুর্গে ফিরে বার্টকে নিয়ে হেইডেনকে খুঁজতে চলে গেলেন তিনি।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে ভিতরে ঢুকল মুসা-কিশোর। লিভিং রুমে ঢুকল। ভাইকে বলল মুসা, 'তিন এইচের সঙ্গে দেখা করিগে, চলো। কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে।'

'রান্নাঘরে আছে ওরা,' অফিস থেকে বেরিয়ে এসে মুসার কথা শুনে মিসেস লেভিন বললেন। তাঁর ঠিক পিছনেই রয়েছে ইরা। 'সব্জি কাটায় লাগিয়ে দিয়েছি। একমাত্র জায়গা, যেখানে ওদের খোঁজার কথা ভাববে না টম।'

টম ও হেনরির কথা ভেবে দুই গোয়েন্দাও দমে গেল। 'আমাদেরও পালানো দরকার,' মুসা বলল। 'এখন এসে আমাদের দেখে ফেললে জ্বালিয়ে মারবে। আছে কোথায় ওরা? ওদের স্ক্যাণ্ডাল ম্যাগাজিনের পাতায় আমার মুখটা দেখতে চাই না। হয়তো ছবির নিচে হেডলাইন বসিয়ে দেবে "ধ্বংস হওয়া ইউএফও'র একমাত্র ভিনগ্রহবাসী যাত্রী, যে

মানবকুলের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী।" এরপর থেকে আমার রাস্তায় বেরোনোই কঠিন হয়ে পড়বে।'

হেসে উঠল ইরা। 'আপাতত ওরা বাড়ি নেই। চালাকি করে তিন এইচকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে লুকিয়ে রেখেছি, তারপর বলে দিয়েছি হাতে বানানো তীর-ধনুক নিয়ে মদ্দা মুস শিকার করতে বনে গেছে ওরা।'

মিসেস লেভিনও হাসলেন। 'আর বোকাগুলো ঠিকই ইরার কথা বিশ্বাস করে মস্ত একটা কাহিনী জোগাড়ের আশায় দৌড় দিয়েছে বনের দিকে।'

'নেড আর রিডকে দেখেছ?' ইরাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একজন টমদের পিছন পিছন দৌড়ে বেরিয়ে গেল, আরেকজন দরজায় 'ডু নট ডিসটার্ব' সাইন ঝুলিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে,' ইরা বলল।

'কে যে কোনটা করেছে, সে তো বুঝতেই পারছি,' কিশোর বলল।

মিসেস লেভিন আর ইরা চলে গেলে লিভিং রুমের আগুনের পাশে খারিডক্ষণ বসে থেকে গা গরম করল দুই গোয়েন্দা। তারপর হাত-মুখ ধুতে নিজেদের কেবিনে চলল। রাস্তায় নামতেই লেকের দিক থেকে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

ডকের দিকে দৌড় দিল দুজনে। দেখল, ট্যাক্সিইং করে লেকের পানিতে ছুটে যাচ্ছে বার্টের প্লেন। একটু পরেই আকাশে উড়ল।

কিনার থেকে বেশ কিছুটা দূরে দেখা গেল লেভিনের বোটটা। সেটাতে রয়েছেন। ডকের কিনারে এনে বোট ভিড়ালেন। নেমে এসে জানালেন, 'রেডিওতে পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে বার্ট। ক্রিস্টোফার আর জিমির খোঁজে এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে পুলিশ।'

'যত তাড়াতাড়ি ডাকাত দুটোর হাতে হাতকড়া পড়ে, তত ভাল,' কিশোর বলল।

নিজেদের কেবিনে ফিরে এল মুসা-কিশোর। হাত-মুখ ধুয়ে দুর্গে

চলল ডিনার করতে। টেবিলের সামনে সবে বসেছে, এ সময় ঘরে ঢুকল টম ও হেনরি।

'আরে এই তো!' চেঁচিয়ে উঠল টম। 'এদেরকেই তো খুঁজছিলাম!'

গুঙিয়ে উঠল মুসা-কিশোর। আর এখন এই দুজনের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

প্লেনের ভিতর ওদের অভিযানের কথা সবিস্তারে দুই রিপোর্টারকে জানাতে বাধ্য হলো ওরা।

'কিন্তু কয়েকটা কথা এখনও জানতে পারিনি,' মুসা বলল। 'হয়তো জিমির এককালের দোস্ত তিন এইচরা এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারবে।'

'ওদের রোমাঞ্চকর সেই ডাকাতির কাহিনী আমাকে জানাবে বলে কথা দিয়েছে ওরা,' টম বলল।

'দেখো, টম, আমরা শুধু জানতে চাই,' মুসা বলল। 'ছাপতে চাই না।'

'আরেকটা কথা,' কিশোর বলল, 'ক্রিস্টোফার আর জিমির সব কথা আমরা তোমাদের বলিনি।' ভ্রূকুটি করল ও। 'তবে, তোমরা আগ্রহী না হলে অবশ্য...'

'না না, আমার আগ্রহী,' তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল টম, 'ভীষণ আগ্রহী।'

'তাহলে তিন এইচকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে,' মুসা বলল। 'পরে সব কথা আমি তোমাকে জানাব।'

ডাইনিং রুমে ঢুকল নেড ও রিড।

'তোমরা এখন ভাল আছো?' মুসা-কিশোরকে জিজ্ঞেস করল নেড। 'তোমাদের কি হয়েছিল, সব আমাদের বলেছেন আঙ্কেল লেভিন।'

কাছে এসে মুসা-কিশোর দুজনের কাঁধে হাত রাখল রিড। 'ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তোমাদের জন্য।' তারপর বলল, 'এ জায়গাটা সত্যিই বুনো।'

'উত্তেজনায় ভরা,' বড় করে হাই তুলল নেড।

হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন মিচেল দম্পতি। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, কি মস্ত এক রহস্য যেন গোপন করে রেখেছেন। কেউ কিছু বলার আগেই মিসেস মিচেল এসে খবর দিলেন, খাবার তৈরি হতে আরেকটু দেরি হবে, কারণ বিশেষ খাবার তৈরি করা হচ্ছে।

রান্নাঘরে ফিরে গেলেন সবাই। তিন এইচকে বের করে দিলেন।

দরজা দিয়ে একে একে বেরিয়ে এল হোলি, হোপ আর রেড। ডাইনিং রুমে ঢুকল। টম ও হেনরির ওপর চোখ পড়তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। টেবিলে এসে বসলেন লেভিন ও হেইডেন।

'যাক, সবাই এখানে হাজির আমরা,' মুসা বলল, 'ক্যাথি আণ্টি আর ইরা বাদে...'

'...জরুরি কাজে ব্যস্ত ওরা,' ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বললেন মিস্টার মিচেল।

তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে আবার নিজের কথা বলে গেল মুসা, 'কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

একসঙ্গে কথা শুরু করল সবাই।

ওদের চুপ করানোর জন্য মুখে আঙুল পুরে জোরে শিস দিল কিশোর।

'গোড়া থেকে শুরু করা যাক,' মুসা বলল। 'প্রথমেই, ভূতের বিষয়টা। জিমি এটিভিটা চুরি করে নিয়ে, ভূত সেজে ঘুরে বেড়াত। ক্রিস্টোফার একজন মেকারিড এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সুতরাং দুর্গের যে কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে অসুবিধে হয়নি ওর। বুড়োর ছদ্মবেশ নিয়ে সবাইকে ফাঁকি দিয়েছে জিমি। দুর্গে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটেছে, ওর মত একটা "বুড়ো' মানুষ সেগুলো ঘটাবে, কল্পনাতেই আসেনি কারও।'

'টেলিফোনে "ছারপোকা" লাগিয়ে রেখেছিল ওরা, আড়ি পেতে শোনার জন্য আরেকটা রিসিভার নিশ্চয় কাছাকাছিই কোথাও রেখে দিয়েছিল,' কিশোর বলল। 'ওর "পার্সোনাল স্টেরিওটা" অন করা অবস্থায় দেখে ফেলেছিলাম আমি আর মুসা, সে-সময় নিশ্চয় রিসিভারে

আড়ি পেতে কারও কথা শুনছিল ও।'

'বোমাটাও ক্রিস্টোফারই বানিয়েছিল,' মুসা বলল। 'প্রয়োজন হলে সময়মত টেলিফোনটা যাতে অকেজো করে দিতে পারে।'

'কিন্তু এতসব কাণ্ড কেন করল ওরা? যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, সেখান থেকে টাকাগুলো তুলে নিয়ে চলে গেলেই পারত,' মিস্টার মিচেল বললেন।

'এ প্রশ্নটার জবাব বোধহয় আমরা দিতে পারব–আমরা এখন সব অভিযোগের বাইরে, এখন আর মুখ খুলতে কোন অসুবিধে নেই আমাদের,' হোপ বলল। 'কোথায় লুকিয়েছে, নিশ্চয় শিওর হতে পারছিল না জিমি। এত মানুষের সামনে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে, বিভিন্ন জায়গায় মাটি খুঁড়লে কারও না কারও চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই ভয় দেখিয়ে এ এলাকা থেকে সবাইকে তাড়ানোর ফন্দি করেছিল। বুড়ো মানুষের ছদ্মবেশে থাকতেও নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল ওর। কেউ না থাকলে ছদ্মবেশ থেকেও বেরিয়ে আসতে পারত।'

টেবিল ঘিরে বসা গেস্টদের ওপর চোখ বোলাল ও। 'শুরু থেকেই কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনি আমরা। জিমি প্রথমে টাকার বাক্স লুকানোর পর কেউ একজন মাটি খুঁড়ে তুলে অন্য জায়গায় পুঁতে ফেলেছিল। সেটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেছিল আরেকজন। সবাই সবার ওপর নজর রাখছিলাম আমরা। একজন বাক্সটা কোথাও লুকালে আরেকজন গিয়ে সরিয়ে ফেলছিলাম।'

'তারপর, ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে গিয়ে অন্য তিনজনকে ফাঁকি দিয়ে বাক্সটা লুকিয়ে ফেলল জিমি,' মুসা বলল। রেডের দিকে তাকাল ও। 'তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রেড। 'তারপর আর কেউ আমরা খুঁজে পাইনি বাক্সটা। ধরা পড়ার পর পুলিশকে বলতে পারিনি, কোথায় আছে ওটা।' হাসল ও। 'জেল খাটার সময় জেলের ভিতর আমাদের তিনজনের দেখা হতো মাঝেসাঝে, তখন আলোচনা করতাম, বেরিয়ে এসে টাকার বাক্সটা খুঁজে বের করে টাকাগুলো তুলে ভাগাভাগি করে নেব।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রেড। 'কিন্তু জিমি বেঁচে আছে কল্পনাই

করিনি। আমাদের জেল থেকে বেরোনোর কথা নিশ্চয় কানে গেছে ওর। সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলো তুলে নিয়ে যেতে ছুটে এসেছে এখানে।'

'ওর দোস্তকে সঙ্গে নিয়ে,' কিশোর বলল, 'ঝড়ের মধ্যে যে ওকে বাঁচিয়েছিল।'

'আর সেই দোস্তটাই হলো ক্রিস্টোফার,' হোলি বলল।

'তারমানে, যতবার বনে গিয়েছেন,' মুসা বলল, 'শিকার খোঁজার ছুতোয় আসলে টাকার খোঁজ করছিলেন আপনারা?'

মাথা ঝাঁকাল তিন এইচ। হোপ বলল, 'বহু বছর আগে টুল শেডে একটা ম্যাপ রেখে গিয়েছিলাম আমরা। সেটাতে দেয়া চিহ্ন দেখে দেখে খুঁজে বেরিয়েছি। কিন্তু লাভ হয়নি।'

'এখন শুধু স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাদের,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেড। 'অকারণেই এতগুলো বছর জেল খাটলাম।'

'তবে টাকাগুলো না পাওয়াতে একটা লাভ হয়েছে,' হোলি বলল। 'ওগুলো ভোগ করতে গেলে হয়তো পুলিশের নজরে পড়তাম, আবার জেলে যেতে হতো। একবার জেল খেটেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, ওই কষ্ট দ্বিতীয়বার আর করতে রাজি নই আমি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল হেনরি। 'ধূর, এখানে এসে কোন লাভ হলো না। ইউএফও তো দূরের কথা, একটা আসল ভূতেরও ছবি তুলতে পারলাম না।'

'যা-ই বলো, স্টোরি কিন্তু একটা পেয়েছি দুর্দান্ত,' টম বলল। 'ভেবে দেখো, তেরো বছর আগে হারানো চোরাই টাকা উদ্ধারের গল্প, সেই সঙ্গে প্লেনের ভিতর থেকে মুসা-কিশোরের প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসার কাহিনীটা কি পরিমাণ নাড়া দেবে পাঠককে।'

'দেখো, দোহাই তোমাদের,' করজোড়ে বলল মুসা, 'দয়া করে আমাদের ছবি ছেপো না, আর আসল নাম দিয়ো না পত্রিকায়, তাইলে মানুষের যন্ত্রণায় বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না আমরা।'

'তবে যা-ই বলো,' মিসেস মিচেল বললেন, 'প্লেনটাকে ছেড়ে দিয়ে

একটা কাজের কাজই করেছিল জিমি। ডিনারটা এখন দারুণ জমবে আমাদের।'

কান খাড়া করে ফেলল নেড। উৎসাহী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে একটা হরিণ মেরে ফেলেছেন আপনারা? সেটার মাংস খাব!'

'না না,' মাথা নাড়লেন মিসেস মিচেল, 'হরিণ মারতে পারিনি। তবে পানিতে প্লেনটা পড়াতে যে আলোড়ন হয়েছিল, তাতেই নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়ে খাঁড়িতে গিয়ে লুকিয়েছিল ইয়া বড় এক ট্রাউট। ওটাকে ধরে ফেলেছি আমরা। ডিনারের জন্য ওই মাছই এখন রান্না করা হচ্ছে।'

'মাছ শিকার করে এনেছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। প্রায় হাত কচলাতে কচলাতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগামী কাল কি করে কাটাব ভাবছিলাম। পেয়ে গেছি কাজ। কাল আমরা ওই খাঁড়িতে মাছ শিকারে যাব।' টমের দিকে ফিরে বলল, 'পনেরো কেজির একটা মাছ নিয়ে যখন ফিরব, তুমি হেডলাইন লিখে দিতে পারবে–টিনএজ গোয়েন্দাদের পনেরো মন ওজনের মৎস্য শিকার!'

'বড়শিতে দশ টন ওজনের—জলদানব শিকার হেডিং দিলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই,' হাসতে হাসতে মুসা বলল। টমের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল। 'তুমি আর হেনরি ক্যামেরা নিয়ে বসে থেকো আমাদের কাছে। বাধা দেব না।'